

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

192428 - কাযা রোযার নয়িত যথা সময়ে আদায়কৃত রোযার মত রাত থেকে পাকাপোকৃত হওয়া আবশ্যিক;

প্রশ্ন

আমি জানতাম না যে, যে নারী রমযান মাসে হায়েগ্‌রসত ছিল সে নারীকে নফল রোযা পালন করার আগে দ্রুত কাযা রোযা পালন করতে হয়। এ কারণে আমি রমযানরে পরে কিছু নফল রোযা রেখেছি। এখন আমি সে রোযাগুলোর নয়িত কি পরবির্তন করতে পারব এবং যে রোযাগুলো রেখে ফলেছি সেগুলোকে কাযা রোযা হিসেবে ধরতে পারব? দিনরে বলোয় কি নয়িত পরবির্তন করা যায়? অর্থাৎ আমি যদি নফল রোযা হিসেবে রোযাটি রাখা শুরু করি দিনরে বলোয় আমি নয়িত পরবির্তন করে কাযা রোযার নয়িত করতে পারব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

যে নফল রোযা পালন করা শেষে হয়ে গেছে সে রোযার নয়িত পরবির্তন করে সটোকো রমযানরে ছুটে যাওয়া রোযার কাযা হিসেবে ধরা সঠিক নয়। যহেতে কাযা রোযার নয়িত রাত থেকে পাকাপোকৃত হওয়া আবশ্যিক। কারণ কাযা আমলরে হুকুম সময়মত আদায়কৃত আমলরে হুকুমরে মত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি ফজররে আগে নয়িত পাকা করেনি তার রোযা নই"। [সুনানে তরিমযি (৭৩০), আলবানী সহহিত তরিমযি গ্রন্থে হাদিসটিকে সহহি বলছেন] হাদিসটি বর্ণনা করার পর তরিমযি বলছেন: আলমেদরে নকিট এই হাদিসরে অর্থ হচ্ছ- যে ব্যক্তি রমযানরে রোযার নয়িত ফজররে আগে করেনি কিংবা রমযানরে কাযা রোযার নয়িত ফজররে আগে করেনি কিংবা মানতরে রোযার নয়িত রাত থেকে করেনি। তবে, নফল রোযার নয়িত সকালে করাও বৈধ। এটি ইমাম শাফয়ে, আহমাদ ও ইসহাকরে অভিমত। [সমাপ্ত]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

রমযানরে রোযা, কাযা রোযা, কাফ্‌ফারার রোযা, হজ্‌জরে ফদিয়ার রোযা ইত্যাদি ওয়াজবি রোযাগুলোর নয়িত দিনরে বলোয় করলে শুদ্ধ হবে না- এতে কোন মতভেদে নই। [আল-মাজমু (৬/২৮৯) থেকে সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

[দেখুন: ইবনে কুদামার 'আল-মুগনী' (৩/২৬)]

আরকেটি কারণ হল- ইবাদত পালন শেষে হয়ে যাওয়ার পর নয়তরে পরবিত্তন ইবাদতরে উপর কোন প্রভাব ফলেবে না।

সুযুতী (রহঃ) 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়রে' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩৭) বলেন:

"যদি কেউ নামায সমাপ্ত করার পর নামায কর্তন করার নয়ত করে আলমদেরে সর্বসম্মতক্রমে এতে নামায বাতলি হবে না। অনুরূপ বখান সকল ইবাদতরে ক্ষতেরেও প্রযোজ্য।"[সমাপ্ত]

অতএব, য়ে রোযাগুলো নফল হিসেবে পালন করা হয়েছে সেগুলো কাযা রোযার দায়তিব মুক্ত করবে না।

আরকেটি কারণ হচ্ছ- সে ব্যক্তি তিও নফল রোযা হিসেবে আমলটি শুরু করেছে। এরপর দিনে বলায় ঐ রোযাকে কাযা রোযাতে পরবিত্তন করার ভাবনা উদ্রকে হয়েছে। এর মানে সে ব্যক্তি যিে দিনটির সম্পূর্ণ অংশ ওয়াজবি রোযাতে কাটানোর কথা সেই দিনে কিছু অংশ নফল রোযাতে কাটয়িছে। তাই এ রোযা ফরয রোযার কাযা হিসেবে দায়তিব মুক্ত করবে না। কারণ আমল মূল্যায়তি হয় নয়ত দয়িে। যহেতু সে ব্যক্তি দিনে কয়িদংশ নফল রোযা রখে কাটয়িছে।

আরকেটি কারণ হচ্ছ- সাধারণ রোযা থেকে নরিদযিট রোযার দকিে নয়তরে পরবিত্তন; এমনটি করা সঠকি নয়।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।

আরও জানতে 39689 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

তবে, আমরা এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই য়ে, কারো দায়তিবে রমযানরে কাযা রোযা থাকলেও তার জন্য নফল রোযা রাখা নযিদিধ নয়; যমেনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। বরং অগ্রগণ্য অভিমতি হচ্ছ- কারো উপরে রমযানরে কাযা রোযা কথিবা অন্য কোন ফরয রোযা থাকা সত্তবেও তার নফল রোযা পালন করা সঠকি হবে; যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী রমযান আসার আগে তার সামনে কাযা রোযা পালন করার মত সময় থাকে। তবে, রমযানরে কাযা রোযা পালন করার আগে শাওয়ালরে ছয় রোযা পালন থেকে নযিধে করা হয়; যদিও বিষয়টি আলমেদরে মাঝে মতভদেপূর্ণ।

আরও জানতে দেখুন: 41901 নং ও 39328 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।